এক নজরে চাঁদপুর সদর উপজেলার মৎস্য বিভাগ ও উপজেলার তথ্যাদি

১. উপজেলার সাধারণ পরিচিতি

আয়তন: ৩০৮.৭৭ বর্গ কিলোমিটার
প্রশাসনিক ইউনিট: পৌরসভা ০১ টি, ইউনিয়ন ১৪টি, গ্রাম ১১২ টি
মোট জনসংখ্যা: ৩,৬৭,০২৫ জন
পুরুষ: ১,৮৩,১০১ জন (প্রায়)
মহিলা: ১,৮৩,৯২৪ জন (প্রায়)
ভৌগোলিক অবস্থান: এই উপজেলা পদ্মা-মেঘনা-ডাকাতিয়া নদীর ত্রি-মোহনায় অবস্থিত

২. মৎস্য বিভাগীয় পরিসংখ্যান

নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা: ১৯৮০০ জন
নদীর সংখ্যা: ০৩ টি (মেঘনা, পদ্মা ও ডাকাতিয়া)
নদীর মোট দৈর্ঘ্য: ৪৯.৯২ কিলোমিটার
নদী থেকে সম্ভাব্য মাছের উৎপাদন: ১৬০৯৮.৫০ মে. টন
পুকুরের সংখ্যা: ৫৮২৪ টি (মোট আয়তন: ১১০৩.১০ হেক্টর)
সরকারি খাস পুকুর: ৬৪ টি (১৩.৩৬ হেক্টর)
বেসরকারি পুকুর: ৫৭৬০ টি (১০৮৯.৭৫ হেক্টর)
পুকুর থেকে মাছ উৎপাদন: ৭৮০৭.১৬ মে. টন
পেন কালচার- ১৫০ হেঃ, উৎপাদন-২৮০ মে.টন
কেইজ কালচার- সংখ্যা-২২২০ টি, আয়তন-১৮.৫০ হে. উৎপাদন-৯২১ মে.টন
ফ্লাড প্লেইন- আয়তন-৩৬৭৫ হে. উৎপাদন-৩৩৭৮.৫ মে.টন
মৌসুমী জলাশয়- আয়তন-২৭ হে. , উৎপাদন- ৬২.মে.টন
খালের সংখ্যা: ১০টি (আয়তন: ১৯৫ হেক্টর, উৎপাদন: ৯৭.৫ মে. টন)
মোট বানিজ্যিক মৎস্য খামার: ২৫ টি (আয়তন: ৩.১৫ হেক্টর)
মৎস্য হ্যাচারী: ০৪ টি (বেসরকারি)
মৎস্য নার্সারী: ১৯ জন (নার্সারী পুকুর ৭৫ টি)
অবকাঠামো: মৎস্য ঘাট ১১টি, আড়ত ৩০ টি, বরফ কল ৬ টি, বাজার ৩৪টি

৩. মাছের উৎপাদন, চাহিদা ও উদ্বৃত্ত

মোট মাছের উৎপাদন: ২৮৬৪৪.৬৬ মে. টন
বার্ষিক মাছের চাহিদা: ৮,৮৪১.৬০মে. টন (জনসংখ্যা অনুযায়ী দৈনিক জনপ্রতি ৬৬ গ্রাম হিসেবে)
উদ্বৃত্ত মাছের পরিমাণ: ১৯৮০৩.০৬ মে. টন

৪. ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থান প্রকল্প

জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন এবং জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় বিভিন্ন মেয়াদে নিম্নলিখিত উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে:
ভ্যানগাড়ি বিতরণ (২০২০-২১): ২০ টি (সুফলভোগী ২০ জন)
বকনা বাছুর বিতরণ (২০২২-২৩ অর্থ বছর হতে ২৪-২৫সঅর্থ বছর পর্যন্ত): বকনা বাছুর -৩৮৭ টি (সুফলভোগী ৩৮৭ জন)
বৈধ জাল বিতরণ (২০২১-২২ হতে ২০২৪-২৫): ১৪৬টি গ্রুপে ৪৪৭ জনের মাঝে ১৪৭ টি বৈধ জাল প্রদান
সচেতনতা সভা: ২০২০-২১ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৯২টি জনসচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশগ্রহন কারী জেলে-৯৯৮৭ জন, জনপ্রতিনিধি ৬২০ জন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য -৫৮০ জন, স্থানীয় প্রশাসন-৪৩৬ জন, অন্যান্য- ৫২৮ জন মোট অংশগ্রহনকারী জনগন-১২৬৯৩ জন

জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক গ্রহীত পদক্ষেপ-

প্রকল্পের শুরু থেকেই নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন এলাকায় কঠোর অভিযান পরিচালনা করা হয়। চাঁদপুর সদর উপজেলা, যা দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইলিশ অভয়াশ্রম, সেখানে প্রকল্পের আওতায় মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ২৫৩ টি মোবাইল কোর্ট এবং ৭৬৮ টি অভিযান পরিচালিত হয়। এসব অভিযানে ৭৫৯টি মামলায় ৭৫৮ জন জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদ- প্রদান করা হয়। অন্যদিকে জাটকা সংরক্ষণ অভিযানে ৩৪০ টি মোবাইল কোর্ট ও ৯৬৯ টি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। উক্ত অভিযানে ১০৩৯টি মামলায় ১০৪৬ জন জেলেকে কারাদ- প্রদান করা হয়। কঠোর আইন প্রয়োগের ফলে নিষিদ্ধ সময়ে নদীতে জেলে ও জালের উপস্থিতি প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০২৪ সাল থেকেই প্রকল্প পরিচালক জনাব মোলস্না এমদাদুল্যাহ অভিযান ব্যবস্থাপনায় যুগামত্মকারী কৌশলগত পরিবর্তন আনেন। তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন যে, যেসব নদী চ্যানেল দিয়ে জাটকা ও মা ইলিশ নিধনকারী জেলেরা নদীতে নামে, সেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশমুখে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বোটসহ সার্বক্ষণিক অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

এই দায়িত্ব পালনে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চরম ত্যাগ স্বীকার করেন। দিনের পর দিন নদীতেই অবস্থান করতে হয়েছে তাদের। খাওয়া-দাওয়া, গোসল, বিশ্রাম এমনকি প্রাকৃতিক প্রয়োজনও নদীতেই সম্পন্ন করতে হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া, নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং সীমাহীন কষ্টের মধ্যেও তাঁরা দায়িতব পালন থেকে বিরত হননি।

এর পাশাপাশি জেলেদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমও জোরদার করা হয়। নদীতে না নামার জন্য নিয়মিত সচেতনতামূলক সভা, মতবিনিময় ও প্রচারণা পরিচালিত হয়। কঠোর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি মানবিক ও সচেতনতাভিত্তিক এই সমন্বিত পদক্ষেপ জেলেদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। যেহেতু মৎস্য বিভাগ নদীতে সার্বক্ষনিক অবস্থানের মাধ্যমে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করায় একদিকে যেমন মৎস্য সম্পদ পেয়েছে, অন্যদিকে জেলেদের জাল ও নৌকা, জ্বালানীর ক্রয়ের আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা পেয়েছে।

ফলশ্রুতিতে, ২০২৫ সালের মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান এবং ২০২৬ সালের জাটকা রক্ষা অভিযানে জেলেরা নদীতে নামার সাহস করেনি। নদী প্রায় সম্পূর্ণভাবে জেলে,নৌকা জালশূন্য ছিল। এটি শুধু আইন প্রয়োগের সফলতা নয়; বরং সুপরিকল্পিত কৌশল, কঠোর তদারকি, মাঠকর্মীদের আত্মত্যাগ এবং জনসচেতনতার এক অনন্য সমন্বিত অর্জন, যা ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।